

## 93066 - ইফতারকালে পঠিতব্য দোয়া

### প্রশ্ন

যে হাদিসগুলোর ব্যাপারে আলেমগণ বলেছেন “যায়িফ বা দুর্বল” সেসব হাদিস দিয়ে দোয়া করার ভুক্তি কি?

১. ইফতারের সময়: ‘আল্লাহম্মা লাকা ছুমতু, ওয়া আলা রিয়কিকা আফতারতু’ (অর্থ হে আল্লাহ, আমি আপনার জন্যই রোয়া রেখেছি এবং আপনার দেয়া রিয়িক দিয়ে ইফতার করছি।)
২. ‘আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আসতাগফিরুল্লাহ্। আসআলুকাল জাল্লাহ, ওয়া আউজু বিকা মিনাল্লার’<sup>N</sup> এ দোয়াটি পড়া কি শরিয়তসম্মত, জায়েয নাকি জায়েয নয়? নাকি মাকরহ? নাকি শুন্দ নয়; হারাম?

### প্রিয় উত্তর

এক:

আপনি ইফতারের যে দোয়াটি উল্লেখ করেছেন সেটি একটি দুর্বল হাদিসে এসেছে। হাদিসটি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে মুয়ায বিন যাহরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পৌঁছেছে যে, যখন কেউ ইফতার করে তখন সে যেন বলে, আল্লাহম্মা লাকা সুমতু, ওয়া আলা রিয়কিকা আফতারতু” (অর্থ- হে আল্লাহ, আমি আপনার জন্য রোয়া রেখেছি। এবং আপনার দেয়া রিয়িক দিয়ে ইফতার করছি।)

তবে এ দোয়ার পরিবর্তে সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে যে দোয়াটি বর্ণিত হয়েছে সেটাই যথেষ্ট। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন: “যাহাবায যামাউ, ওয়াব তাল্লাতিল উরুকু ও ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ্।” (অর্থ- ত্রিশ দূর হয়ে গেল, শিরা-উপশিরা সিঙ্গ হল এবং ইনশাআল্লাহ্, সওয়াব সাব্যস্ত হল” [আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থ’ হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়িত করেছেন]

দুই:

রোয়াদারের জন্য রোয়া অবস্থায় ও ইফতারকালীন সময়ে দোয়া করা মুস্তাহব। দলিল হচ্ছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহু, যখন আমরা আপনাকে দেখি আমাদের অন্তরগুলো কোমল হয়ে যায় এবং আখেরাতমুখী হয়ে উঠি। আর আমরা যখন আপনার সাক্ষাত থেকে চলে যাই তখন দুনিয়া আমাদেরকে আকৃষ্ট করে, আমরা নারী ও সন্তানে মুঞ্চ হই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমরা আমার কাছে থাকাকালে যে অবস্থায় থাক সর্বদা যদি সে অবস্থায় থাকতে তাহলে ফেরেশতারা তাদের হাত দিয়ে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত, তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাত করত। আর যদি তোমরা গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ তোমাদের বদলে এমন এক কওমকে নিয়ে আসতেন যারা গুনাহ করত; যাতে করে আল্লাহু

তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে জান্নাতের বিবরণ দিন, জান্নাতের ভবনগুলো কেমন হবে? তিনি বলেন: একটি ইট হবে স্বর্গের, অপরটি হবে রৌপ্যের। প্লাস্টার হচ্ছে- উভয় সুন্দরের মিসক দিয়ে। কংকর হবে মুক্তা ও নীলকান্তমণির। মাটি হবে জাফরানের। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সেখানে নেয়ামত তোগ করবে; কখনও দুর্ভোগে পড়বে না। চিরদিন সেখানে থাকবে; কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তার পোশাকাদি পুরাতন হবে না। তার ঘোবন শেষ হবে না। তিনি ব্যক্তির দোয়া ফেরত দেয়া হয় না: ন্যায়পরায়ন শাসক, রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করা অবধি এবং মজলুম ব্যক্তি। মজলুমের দোয়া মেঘের উপরে বহন করা হয়, মজলুমের দোয়ার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। রবর বলতে থাকেন: আমার গৌরবের শপথ, কিছু সময় পরে হলেও আমি তোমাকে সাহায্য করব।” [মুসনাদে আহমাদের তাহকীক এর মধ্যে শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিত আখ্যায়িত করেছেন]

সুনানে তিরমিয়ির রেওয়ায়েতে (২৫২৫) এসেছে, “রোযাদার ইফতার করাকালে...”[আলবানী সহিত তিরমিয়ি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিত আখ্যায়িত করেছেন]

অতএব, আপনি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতে পারেন, জাহানাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারেন, ইসতিগফার করতে পারেন, শরিয়ত অনুমোদিত যে কোন দোয়া করতে পারেন। তবে, আপনি প্রশ্নে যে ভাষ্যে দোয়াটি উল্লেখ করেছেন “আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ, আসআলুকাল জান্নাহ, ওয়া আউয়ুবিকা মিনান্নার” এ ভাষায় আমরা দোয়াটি পাইনি।

আল্লাহ ভাল জানেন।